বৃদ্ধ-অনাথদের পাশে বিচারকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়ালেন কাঁথি মহকুমা আদালতের বিচারকেরা। নিজেদের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ১ ব্লকের ফরিদপুর লোকশিক্ষা নিকেতন পরিচালিত মূক ও বধির বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নতুন জামা কাপড় তুলে দিলেন তাঁরা। পাশাপাশি নিকেতন পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বৃদ্ধাদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন কাঁথি মহকুমা আদালতের জেলা দায়রা বিচারক কৌশিক ভট্টাচার্য, এসিজেএম জগৎ জ্যোতি ভট্টাচার্য, ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক অলি বিশ্বাস, হারাধন মুখার্জী-সহ অন্যান্য বিচারকেরা।

জানা গেছে, বিচারকেরা নিজেদের টাকা খরচ করেই মূক ও বধির বিদ্যালয়ের ১১০ জন ছাত্রছাত্রী, ২৫ জন বৃদ্ধা ও ২২ জন স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার হাতে পুজোর আগে নতুন জামা-প্যান্ট-শাড়ি তুলে দেন।

স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন নির্বিঘ্নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি নির্বাচন হয়েছে কয়েক দিন আগে। বৃহস্পতিবার নির্বিঘ্নেই মিটেছে স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন পর্ব। এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের ৯টি স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন হয়েছে।তবে স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন নির্বিঘ্নেই হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলার সমস্ত জেলাপরিষদই তৃণমূলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহসভাধিপতি পদে বসতে না পারা দলের একাংশ পূর্ত, ভূমি, খাদ্য, কৃষি, সেচ -সহ বিভিন্ন দফতরের কর্মাধ্যক্ষ পদের জন্য তৎপর হওয়ায় দলের অন্দরে টানাপোড়েন রয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন ঘিরে গোলমাল রুখতে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়। শেষ পর্যন্ত জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচন ভোটাভুটি ছাড়াই হয়েছে। সভাধিপতি নির্বাচনের মত, জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতির গঠনেও সতর্ক ছিল শাসকদল। এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এদিন পূর্ত, ভূমি, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, বিদ্যুৎ, কৃষি ও সেচ-সহ ৯টি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয়। প্রতিটি সমিতিতে ৫ জন করে জেলাপরিষদের সদস্য মনোনীত হন। তবে স্থায়ী সমিতি গঠন হলেও কর্মাধ্যক্ষ কে হবেন তা চূড়ান্ত হয়নি বলে জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এইসব নাম চূড়ান্ত করবেন বলে জানা গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতা বলেন, দলে আভ্যন্তরীণ কোন্দল সবচেয়ে বেশি। তাই সমস্যা হতে পারে ধরে নিয়েই এমন ব্যবস্থা। জেলাপ্রশাসন সূত্রে প্রকাশ, আগামী ১ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ৯ জন কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ হবে।

ভগবতী শিশু শিক্ষায়তনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ শিক্ষাব্রতী জগদীশচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুর শহরের অগ্রণী শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভগবতী শিশু শিক্ষায়তনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। মেদিনীপুর শহরের প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে এক মনোরম পরিবেশে আয়োজিত এই বর্ণময় বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক স্বামী মিলনানন্দজী মহারাজ, পুরপ্রধান প্রণব বসু, বিদ্যালয়ের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী শ্যামলেন্দু কৃষ্ণ মাইতি, বিএড কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. সত্যশঙ্কর গোস্বামী, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রকাশ সরকার, প্রাক্তন অধ্যাপক কুমারেশ ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা নূপুর ঘোষ, বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা গোপা ব্যানার্জী-সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্টজন। বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত বিশ্বাস। সবাইকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক অলোক কুমার দাস। উপস্থিত অতিথিদের দ্বারা সম্মিলিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রতিযোগিতায় প্রায় সাড়ে ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল এর মধ্যে ১০০ জনকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক পুরস্কারও প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন এবং নিজেরাও অংশগ্রহণ করেন। এই বহুমুখী ও বর্ণময় অনুষ্ঠানটি অভিভাবক-অভিভাবিকা ও অন্যান্য দর্শকদের কাছে খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন প্রধানশিক্ষক প্রশান্ত বিশ্বাস ও শিক্ষিকা মৃন্ময়ী রায়। সবার সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় প্রধানশিক্ষক প্রশান্ত বিশ্বাস।

প্রচুর পরিমাণে বেআইনি শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ বেআইনিভাবে তৈরি হচ্ছিল শব্দবাজি। খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করল প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি, গ্রেফতার করা হয় একজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে চন্দ্রকোনা টাউন থানার জাড়া গ্রামে। পুলিশ জানায়, পুজো শুরু হতেই জাড়া গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবার অবৈধভাবে শব্দবাজি তৈরি করছে। বৃহস্পতিবার এ খবর পেয়েই চন্দ্রকোনা টাউন থানার ওসি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় কয়েক হাজার টাকার শব্দবাজি। বাজি তৈরি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে রবি পাত্র নামে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ জানায়, এই ধরণের অভিযান চলবে।

প্রৌঢ়াকে ধর্ষণ করে দশ বছর কারাদন্ড অভিযুক্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ এক প্রৌঢ়াকে বাড়ির মধ্যে একা পেয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে দশ বছর কারাদন্ড দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমা আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারক অনিল কুমার প্রসাদ এই রায় দেন। ঘটনার বিবরণ, গত ২০১৬ সালের ১৫ জুন সুতাহাটা থানার বরদা গ্রামে এক স্যাটার্ড প্রায় বোবা মহিলাকে বাড়ির মধ্যে একা পেয়ে ধর্ষণ করে সোহন সিং নামের এক ব্যক্তি। জানা গেছে, সেদিন গ্রামের মনসা পুজো উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাবেলায় মহিলার বাড়ির সকলেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলাকে বাড়িতে একা পেয়ে সেখানে মদ্যপ অবস্থায় হাজির হয় অভিযুক্ত। প্রথমে মহিলার কাছে টাকা দাবি করে সে। কিন্তু মহিলা টাকা নেই জানানোয় মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্ত। পরে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। পরে রাতের দিকে পরিবারের লোকেরা বাড়িতে ফিরে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এরপর মহিলার পরিবারের তরফে সুতাহাটা থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। টানা দুবছর ধরে সেই ঘটনার শুনানি চলার পর বুধবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ছিলেন হলদিয়া মহকুমা আদালতের ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক অনিল কুমার প্রসাদ। সরকারি আইনজীবি দিলীপ কুমার প্রসাদ। সরকারি আইনজীবি দিলীপ কুমার সী জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে ২৭৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। জানিয়েছেন, ১২ জনের সাক্ষী গ্রহণ করেছে আদালত। বলেন, বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছর কারাবাস ও ৫০০০ টাকা জরিমানা করেছে। টাকা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাস কারাবাস।

এবিটিএ-এর ঘাটাল মহকুমা শাখার সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) ঘাটাল মহকুমা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সোমবার। ঘাটাল শহরের বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে ১৬০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিপদতারণ ঘোষ। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি দেশ ও রাজ্যের শিক্ষাচিত্র, শিক্ষাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের যে বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের যে অভিমুখ গ্রহণ করেছে তারা নানা তথ্যসহ তুলে ধরেন। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষকসংগঠন এবিটিএ'র দায়িত্ব ও করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন। পাশাপাশি শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে পথে নেমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মহকুমা সম্পাদক শ্রীবাস জানা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিটি আঞ্চলিক শাখার প্রতিনিধি-সহ মোট ৯ জন প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলন থেকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২১ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি ব্রজগোপাল পড়িয়া। এছাড়াও এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুবীর সিনহা, বিকাশ পট্টনায়ক, প্রণব গোস্বামী, সত্যকিঙ্কর হাজরা, মৃণালকান্তি নন্দ প্রমুখ শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুমন ঘোষের নেতৃত্বে সভাপতিমন্ডলী।

রোগীর মৃত্যু, হাসপাতালে বিক্ষোভ

প্রদীপ মাইতি, ঘাটাল ঃ চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। হাসপাতালে গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ, পুলিশ এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। ঘটনাটি ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের। জানা গেছে, দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামের খুকুমণি মাইতি (২৫) প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে মঙ্গলবার রাত্রে ভর্তি হয় ঘাটাল হাসপাতালে। কিন্তু রাতে প্রসবযন্ত্রণা হলেও ডাক্তার ও নার্সদের বারবার জানালেও কোন গুরুত্ব দেয়নি হাসপাতালের ডাক্তাররা। আর বুধবার সকালে সিজার করার পর হাসপাতালের পক্ষ থেকে বলা হয় বাচ্চা মারা গেছে। খুকুমণির পরিবারের অভিযোগ, তারপর প্রসূতিকে দেখতে দেওয়া হয়নি। এদিকে বারবার ডাক্তার ও সুপারের কাছে প্রসূতির শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চাওয়া হলে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। আর বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের পক্ষ থেকে বলা হয় খুকুমণি মারা গেছে। আর এতেই পরিবারের লোকের ডাক্তারের চিকিৎসার গাফিলতিতে বাচ্চা ও মা মারা গেছে বলে বিক্ষোভ দেখায়। মৃতার স্বামী প্রসেনজিৎ মাইতি বলেন, ডাক্তার ঠিক সময়ে সিজার করলে বাচ্চা ও বাচ্চার মা বাঁচত, দেরি করে সিজার করার ফলেই চলে গেল দুটি প্রাণ। সঠিক তদন্ত করে ডাক্তার ও নার্সদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এবিষয়ে ঘাটাল থানায় ডাক্তার ও নার্সদের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে অভিযোগ করে প্রসেনজিৎ বাবু। এবিষয়ে হাসপাতাল সুপার কুণাল মুখার্জী বলেন, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মসজিদে নামাজ পড়া নিয়ে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় রীতি পালনে মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই অযোধ্যা মামলার উপমামলায় মসজিদ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছে, তা ফের পূর্ণ বিবেচনা করা হোক। এই আবেদন নিয়ে বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করলেন আইনজীবি আবু সোহেল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির গিমাগেড়িয়ার বাসিন্দা আবু সোহেলের মামলার আবেদন গ্রহণ করেছে (মামলা নং ৩৮৬০১/২০১৮) দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৯৪ সালের এক মামলায় সুপ্রীম কোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল মসজিদে নামাজ পড়তে হবে এমন কথা ইসলাম ধর্মের বলা নেই। তাই নামাজ যে কোন জায়গায় পড়া যায়। এই রায় অসন্তুষ্ট হয়ে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড রায় পূর্ণ বিবেচনার জন্যে ফের দেশের উচ্চ আদালতে আবেদন জানায়। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের সদস্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ সেই রায়কেই পূর্ণ বহাল রেখে ছিল। যদিও সেই বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি আবদুল নাজির এই রায়ের সাথে নিজের অসহমতের কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এই বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে যাওয়া উচিত ছিল। তার পরেই সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি আবু সোহেলের করা মামলা বাতিল না করে গ্রহণ করা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ। আইনজীবি আবু সোহেল জানিয়েছেন, দেশের সংবিধানের ২৫ নং ধারায় উল্লেখ আছে এই দেশের নাগরিক যে কোন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়কে তাঁর ধর্মাচারণে কোনভাবে বাধা দেওয়া যাবে না। আর মসজিদ ও নামাজ মুসলিমদের ধর্মাচারণে অন্যতম অংশ। তারপরেও কিভাবে নামাজ পাঠের জন্যে মসজিদ অপরিহার্য হয়না। তাই আদালত যাতে রায়ের পুনর্বিবেচনা করেন তার জন্যে আবেদন করেছি।

আর্ট অফ লিভিং-এর গাছ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়াতে আর্ট অফ লিভিং-এর উজ্জ্বল বাংলা প্রজেক্টের সহায়তায় প্রায় ৫০০ চারা গাছ বিতরণ করা হল। শিল্পশহরের দূষণের পরিমাণ কমাতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভবানীপুর পাঞ্চনিবাস হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের হাতে এই গাছগুলি তুলে দেন পূর্ব মেদিনীপুর উজ্জ্বল বাংলা প্রজেক্টের দুই কনভেনার মহেন্দ্র প্রধান ও অর্ণব দেবনাথ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উজ্জ্বল বাংলা প্রজেক্টের কনভেনার অর্ণব দেবনাথ বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে তাদের উদ্যোগে প্রায় সমস্ত ব্লকে ব্লকে এই চারা গাছ বিতরণের কাজ চলছে। প্রায় ৫০০০ চারা গাছ জেলাতে বিতরণ হচ্ছে।

হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্যোগে সেমিনার

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফুড টেকনোলজি বিভাগের উদ্যোগে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদের গুণমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় স্তরের সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে অ্যাসোসিয়েশনের অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজিস্টের (ইন্ডিয়া) সচিব আশুতোষ ইমানদার, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, গবেষক এবং হলদিয়া, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় স্তরের খাদ্য নিয়ামক সংস্থা এবং বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেই সেমিনারেই আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন বি-১২ যুক্ত ফর্টিফায়েড রাইস বা সুরক্ষিত চাল তৈরির নয়া পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা তুলে ধরেন খড়গপুর আইআইটির কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের অধ্যাপক এইচএন মিশ্র জানান, রক্তাল্পতা কমাতে বিশেষ ধরণের চাল আবিষ্কার করেছেন খড়গপুর আইআইটির গবেষকরা। খড়গপুর আইআইটির কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের অধ্যাপক এইচএন মিশ্র নিজের ভাষণে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন দেশে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের সুরক্ষা দেখার জন্য নিয়ামক সংস্থা থাকলেও তারা সেভাবে নজরদারি চালাতে পারে না। দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত ৩৮ হাজার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট রয়েছে। নথিভুক্ত নয় এমন ইউনিটের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি যাদের ওপর নিয়ামক সংস্থা নজরদারি চালাতে পারে না বলে দাবি করেন তিনি। তারপরেই তিনি জানান, সুরক্ষিত চাল তৈরির বিষয়ে একটি যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই যন্ত্র ব্যবহার ব্যয় সাপেক্ষ নয়। বিভিন্ন রাজ্যে রাইস মিলে এই যন্ত্র ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও আইআইটির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আইআইটিতে পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই ধরণের একটি মেশিন তৈরি করা হয়েছে যেটি এক্সট্রুশান পদ্ধতিতে ঘন্টায় ১০০ কেজি ফর্টিফায়েড রাইস বা ভিটামিন ও আয়রন সুরক্ষিত চাল তৈরি করতে পারে। খড়গপুর আইআইটির কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের অধ্যাপক জানিয়েছেন, এই ধরণের চাল সম্প্রতি রেশনে, মিড ডে মিলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র সরকার। রেশনে বা বাচ্চাদের জন্য মিড ডে মিল বা আইসিডিএস কেন্দ্রে এই চাল সরবরাহ করার জন্য মেশিন বসাতে হবে। আইআইটি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সহযোগিতা করবে বলে জানান তিনি।